একজনের টিকিটে অন্য কেউ ট্রেন ভ্রমণ করলেই দণ্ড

ট্রেন ভ্রমণের জন্য কেনা টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য দেওয়া হবে সেই ব্যক্তিই ভ্রমণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। টিকিটে সুনির্দিষ্টভাবে যে স্থান বা যে স্থানের মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে কেবল সেই স্থানসমূহের মধ্যেই বিষয়টি প্রযোজ্য হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজের টিকেট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের টিকেট কারো কাছে হস্তান্তর বা বিক্রি করে তবে ওই বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দণ্ডিত হবেন অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একইভাবে টিকিটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহারের চেষ্টা করলে তিনি একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত হবেন।

দণ্ড এড়াতে অনলাইন অথবা মোবাইল অ্যাপ থেকে নিজে টিকেট কিনে ট্রেন ভ্রমণ করতে এবং অন্যের নামে কেনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে।

স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজিকে আজও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে দুদকে

করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময় মাস্ক-পিপিইসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল কালাম আজাদকে আজও জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক।

দুদক পরিচালক শেখ মো. ফানাফিল্লাহর নেতৃত্বে অনুসন্ধানকারী দলের

সদস্যরা আজ বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও প্রতারক সাহেদের রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তির প্রসঙ্গেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এর আগে গতকাল বুধবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল সকাল ১০টা থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডা. আবুল কালাম আজাদকে।

ওইদিন একই অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ডা. মো. আমিনুল হাসান, উপপরিচালক মো. ইউনুস আলী, ডা. মো. শফিউর রহমান ও গবেষণা কর্মকর্তা ডা. মো. দিদারুল ইসলামকে।

গত ২১ জুলাই বিতর্ক আর সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জনপ্রশাসন সচিবের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. দ্বীন মোহাম্মদ নুরুল হক অবসরে যাওয়ার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁকে আরো দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ নিয়োগ দেন। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে চরম দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা শৈথিল্য, পক্ষপাত এবং নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ৬ আগস্ট দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদকে তলব করা হয়।

সূত্র- কালের কন্ঠ

সাবরিনা-আরিফুলসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি ২০ আগস্ট

করোনার ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে প্রতারণার মামলায় জেকেজি হেলথকেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী ও সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য আগামী ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন আদালত। ঢাকা মহানগর হাকিম সরাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

এ মামলায় অভিযুক্ত অন্য আসামিরা হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

এর আগে বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরের পর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে চার্জশিটটি দাখিল করা হয়। এতে সাবরিনা ও আরিফকে মূল হোতা বলে উল্লেখ করা হয়। বাকিরা প্রতারণা ও জালিয়াতি করতে তাদের সহযোগিতা করেছেন।

গত ২৩ জুন সাবরিনার স্বামী আরিফ চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরেরদিন ২৪ জুন আরিফ চৌধুরী ও সহযোগী সাঈদ চৌধুরীর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেও বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর পর ১৫ জুলাই আরিফুলের ফের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ১৬ জুলাই রিমান্ডে মুখোমুখি হন আরিফ-সাবরিনা।

এর আগে গত ১২ জুলাই দুপুরে সাবরিনাকে তেজগাঁও বিভাগীয় উপ-পুলিশ (ডিসি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সাবরিনাকে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে তেজগাঁও থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ। ১৩ জুলাই তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১৭ জুলাই আরো দুদিনের রিমান্ডে নেয় ডিবি। রিমান্ড শেষে ২০ জুলাই আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

ফারমার্স ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতির মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

বিচারপতি সিনহা বাদে মামলার অপর আসামিরা হলেন ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান, একই এলাকার নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা, রনজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায়।

বিচারপতি সিনহা গত দুই বছর ধরে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। আসামিদের মধ্যে কেবল বাবুল চিশতী অন্য মামলায় কারাগারে আছেন। ঋণ জালিয়াতির এই মামলায় এখনও তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়নি বলে আদালত তার বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছে। রীতি অনুযায়ী তা এখন হাজতি পরোয়ানা হিসেবে গণ্য হবে।
চলতি বছরের ১০ জুলাই সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

শত শত কোটি টাকার চেকসহ যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লোন সার্ভিস নামে ফেসবুক পেজ খুলে দেশব্যাপী প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল সিরাজগঞ্জের তাড়াশের যুবলীগ নেতা রাব্বী শাকিল ওরফে ডিজে শাকিল (৩২)। তিনি রিশান ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লোন সার্ভিস নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান।

দুই প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে দেশব্যাপী প্রতারণার অভিযোগে ডিজে শাকিলসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার (১২ আগস্ট) রাতে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি টিম তাড়াশে ডিজে শাকিলের অফিসে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

এসময় তার অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক হাজার দুইশ এক কোটি টাকার ভুয়া চেক, সামরিক বাহিনীর ভুয়া নিয়োগপত্র, বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভুয়া পরিচয় পত্র ছাড়াও অন্যান্য সরঞ্জাম।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছেন, তাড়াশ উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি রাব্বী শাকিল ওরফে ডিজে শাকিল, তার সহযোগী আইটি বিশেষজ্ঞ হুমায়ুন কবির
(২৮) ও ম্যানেজার হারুনার রশিদ (২৬)।

জানা গেছে, ইন্টারন্যাশনাল লোন সার্ভিসের নামে ফেসবুক পেজে বিজ্ঞাপন দেখে বগুড়ার আমায়রা এগ্রো ফার্মের স্বত্বাধিকারী আমানত উল্লাহ তারেক ও অভি এগ্রো ফার্মের স্বত্বাধিকারী আশিক তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। কমিশনের মাধ্যমে তাদেরকে পাঁচ কোটি টাকা লোন পাইয়ে দেবার নাম করে কয়েক দফায় ১৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা নেয় ডিজে শাকিল।

এরপর তাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে লোন অনুমোদনের চিঠি এবং সাড়ে চার কোটির দুটি চেকের স্ক্যান কপি মেইলে দেয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও চেকের মূল কপি না দেয়ায় তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন লোন অনুমোদনের চিঠি এবং চেকগুলো ভুয়া।

পরে তারা বিষয়টি বগুড়া জেলা পুলিশকে জানালে ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ইমরান মাহমুদ তুহিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তাড়াশে অভিযান চালায়।

বগুড়া ডিবি পুলিশের ওসি আসলাম আলী জানান, গ্রেফতারকৃতদের অফিসে অভিযান চালিয়ে ভুয়া চেক ছাড়াও সামরিক বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভুয়া নিয়োগপত্র ও চুক্তিনামা, ৬০টি সিম কার্ড, তিনটি কম্পিউটার ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ভুয়া পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের নামে বগুড়া সদর থানায় প্রতারণা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে এবং অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভূঞা বিপিএম (বার)।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বারাদিতে বিএনপি নেতা শাজাহানের ইন্তেকাল, জেলা বিএনপ ‘র শোক

মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেলা বিএনপির নেতা শাহজাহান সাহান মিয়া আজ সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি জুগিন্দা গ্রামের মৃত সিরাত মালিথার ছেলে।

জুগিন্দা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আকালি জানান, ভোর বেলার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পরই চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

তিনি স্ত্রী, ৪ সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন শোক প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি পরিবার হারালো একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সাংগঠনিক নেতাকে।

যোহরের নামাজ পর মরহুমের জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবার সূত্রে জানাযায়।

তামিম-মুশফিকরা মাঠে নামছেন ২৪ অক্টোবর

করোনাভাইরাসের মহামারীর কারণে দীর্ঘ বিরতি শেষে আগামী ২৪ আক্টোবরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ। শ্রীলংকা সফরে ওইদিন প্রথমবারের মতো মাঠে নামবেন তামিম-মুশফিকরা।

গত জুলাইয়ে শ্রীলংকা সফরে যাওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে আর যাওয়া হয়নি।

বুধবার মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক সভা শেষে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান গণমাধ্যমকে জানান, শ্রীলংকা সফরে যাওয়ার সম্ভাব্য একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে দেশে ক্যাম্প করব। ১০-১২ দিন অনুশীলন শেষে আমরা শ্রীলংকা যাব। সেখানে প্রায় ২০-২৫ দিন আমরা একসঙ্গে অনুশীলন করব। ২৪ অক্টোবরের আমাদের খেলা রয়েছে।

এ সময় সেপ্টেম্বরের শুরুতে কোচদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান আকরাম খান।

গত ১১ মার্চ দেশের মাটিতে সবশেষ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ। ওই টি-টোয়েন্টির পর থেকেই করোনার প্রকোপ শুরু হয়। তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে রয়েছেন টাইগাররা।

বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান বলেন, আমরা কয়েক দফায় করোনা টেস্ট করার চিন্তা করছি। আমরা দুই-তিনবার

করোনা টেস্ট করাব। এটা নিয়ে আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে। পরে জানিয়ে দেব।
সূত্র- যুগান্তর

বাবা বিচারক, মেয়ে প্রতিযোগীতায় প্রথম!

সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রতিভাময়ী প্রতিযোগী হলেও তার বাবা শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তী বিচারকের ভুমিকায় দায়িত্ব পালন করে প্রতিযোগীতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মেয়ে সাগ্নিকা চক্রবর্তী মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী।

তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকজনরা অভিমত প্রকাশ করে বলেন, এ ধরণের কোন বিধি না থাকলেও এটি পুরাতন প্রথা হয়ে আসছে। সন্তান প্রতিযোগী থাকলে সেখানে বাবা- মায়েরা সাধারণত বিচারক হন না, হওয়া উচিতও না।

সাগ্নিকা চক্রবর্তী খ গ্রুপের আবৃতি ও সংগীত বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। প্রথম স্থান অর্জন করার মত যোগ্যতা সাগ্নিকা চক্রবর্তীর থাকলেও বাবা বিচারক হওয়ায় অন্য অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে ভার্চুয়াল কনফারেন্সে ৭ মার্চের ভাষন, কবিতা আবৃতি ও সংগীত প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিযোগীতায় ক গ্রুপে প্রথম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫ জন এবং খ গ্রুপে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ২৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতা শেষে উপজেলা পর্যায়ের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

খ গ্রুপের আবৃতিতে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রথম, মাইশা ফারজানা ঐশি দ্বিতীয়, অনিমা শর্মিলা তৃতীয়, সংগীতে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রথম,

মাইশা ফারজানা ঐশি দ্বিতীয়, মো: জারিফ তৃতীয়, ৭ মার্চের ভাষণে মাইশা ফারজানা ঐশি প্রথম, আব্দুল্লাহ আল মাহি দ্বিতীয়, তানজিফ রহমান অর্পন তৃতীয়।

ক গ্রুপের ৭ মার্চের ভাষণে সাজিদ প্রথম, স্বপ্নীল দ্বিতীয়, মাসুদ রানা তৃতীয়, কবিতা আবৃতিতে রাইনা রওনব প্রথম, ইলিন আনজুম দ্বিতীয়, ফাতেমা তাজিন জোহা তৃতীয়, সংগীতে পৌলমী প্রথম, ফাতেমা তাজিন জোহা দ্বিতীয়, ইলিন আনজুম তৃতীয়।

বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মিলন কুমার দাস, বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ তুলি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক অভিযোগ করে জানান, সন্তান প্রতিযোগী আর বাবা বিচারক থাকলে অন্য বিচারকরাও সেক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে এ ধরণের প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে বিচারক নির্ধারণ জরুরী। এ প্রতিযোগীতার ফলাফল কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন জানান, এক্ষেত্রে বাবা যদি বিচারক হন তাহলে ওই সময় তিনি মূল্যায়ন করবেন না । এভাবেই সাধারণত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের কার্যালয় থেকে করা হয়েছে আমরা শুধু দাযিত্ব পালন করেছি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, মেয়ে প্রতিযোগী হওয়ায় শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তীর উচিত ছিল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন না করা। এটা তার উচিত হয়নি। তবে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রতিভাময়ী প্রতিযোগী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন জানান, সন্তান প্রতিযোগী হলে বাবা-মা বিচারক হতে পারবেন না এটা কাষ্টমস বা প্রথা। এটা বিধি না হলেও বাবা- মায়ের উচিত নয় এ ধরণের দায়িত্ব পালন করা । এক্ষেত্রে শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তীর বিচারকের দায়িত্ব পালন না করা উচিত ছিল।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম বলেন, প্রতিযাগীতার বিচারক হিসেবে আমরা বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করেছিলাম। সেক্ষেত্রে শ্বাশত নিপ্প্নন চক্রবর্তী শিল্পকলার

আবৃত্তি শিক্ষক। আমরা তাঁকে রেখেছি। কিন্তু তাঁর মেয়ে প্রতিযোগী ছিল এ বিষয়ে তিনি জানাননি।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ৩ ব্যবসায়ীর

মেহেরপুরের গাংনী চাল পট্টিতে পৌরসভার তত্বাবধায়নে মার্কেট নির্মান কাজ বন্ধ করেছে দিয়েছে প্রশাসন। সরকারী অনুমোদন না থাকার কারনে বুধবার সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান উপস্থিত হয়ে মার্কেট নির্মান কাজ বন্দের নির্দেশনা দেন।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবি ও দোকান উচ্ছেদের অভিযোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে ৩জন ভুক্তভুগী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

মো: জহুরুল ইসলাম ঝন্টু নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে বলেছেন,মেয়র আশরাফুল ইসলাম তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে চাঁদার টাকা না দেওয়ার কারনে দোকান উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে।

একই অভিযোগ করেছেন আলিউল ও নাজমুল হোসেন নামের দুজন ব্যবসায়ী। (লিখিত অভিযোগ গ্রহনে জেলা প্রশসক কার্যালয়ের মহর যুক্ত অভিযোগ এ প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে তবে ঘটনাস্থলে অভিযোগকারীদের না পাওয়ায় সরাসরি তাদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি)।

সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান জানান, নির্মাণ কাজের বিষয়ে সরকারী কোন অনুমোদন ও জেলা প্রশাসন অবগত নয়। একারনে আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জমি যদি পৌরসভার হয় কিংবা বৈধ কাগজপত্র থাকে তাহলে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি জমি

অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে সেই জমি দখল মুক্ত করে ৩ তলা মার্কেট নির্মান করা হবে। মার্কেট সরকারী জমি থেকে উচ্ছেদ ও নির্মান কাজ বন্ধ রাখার ষড়যন্ত্র হিসেবে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করে পরবর্তিতে কাজ শুরু করা হবে।

পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মজমপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রোমানা কন্সট্রাকশন ১ কোটি সাড়ে ১২ লাখ টাকা চুক্তিতে এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ইতোপূর্বে জবর দখল করে মার্কেট নির্মান কাজ করতে চেয়েছিলো এ কারনে বাধা দিয়েছিলাম।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছে সে সরকারী বিধি মোতাবেক কাগজপত্র ঠিক করে কাজ শুরু করেছে। সরকারী বিধি কিংবা বৈধ কোন কাগজপত্র আপনি কি দেখেছেন জানতে চাইলে তিনি এ প্রসঙ্গে এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন কাগজ ঠিক না থাকলে আবারো কাজ বন্ধ করা হবে।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারি জায়গায় যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে সরকারকে অবগত করতে হবে।

গাংনী চাল পট্টিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ে কিছু জানিনা একারনে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আপাতত কাজটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাচাই বাছাই শেষে পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে। অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,লিখিত অভিযোগটি এখন পর্যন্ত তার কাছে আসেনি। অভিযোগটি ডাক ফাইলে থাকতে পারে। অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ১১৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌরসভায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দর্শনা প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন এবং দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের ০৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন আহম্মেদ মন্টু সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বকে সংক্রম করে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই মানবতার জীবনযাপন করছে কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে, এজন্য আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সরকারের দেওয়া পরামর্শ মেনে চলুন তাহলে আমরা এই মহামারি করোনা ভাইরাস রোধ করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো।

সেই সময় জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জনাব মাহফুজুর রহমান মঞ্জু সকলকে অনুরোধ করেন আপনারা প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বাইরে বের হবেন না। নিজে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।